দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 MAR 1990
পৃষ্ঠা ৮

03

হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল

॥ আবুল খায়ের ॥

দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইলেও ইহার তেমন মানোন্নয়ন ঘটে নাই। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে, এমন কি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এই পদ্ধতির চিকিৎসার মান খুবই উন্নত। এদেশে হোমিওপ্যাথির দূরবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং নিজে নিজে পাসকরা হাতুড়ে ডাক্তারদের সংখ্যা বৃদ্ধি। (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

হোমিওপ্যাথি

না এবং অনেকে ইহার নামও শুনিতে পারিত না। এত সমস্যার মধ্যেও কিছুসংখ্যক অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই পদ্ধতির চিকিৎসা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ক্রমশই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে লোকের ধারণার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ

ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হোমিওপ্যাথিক ফ্যাকাল্টি খোলা হইয়াছে। প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উদ্যোগ মীরপুর ১৪ নং সেকশনে দেশের প্রথম সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ (ডিগ্রী) ও হাসপাতাল তৈরী করা হইয়াছে। এখানে বেডের সংখ্যা দুইশত। কয়েকজন অধ্যাপকও নিয়োগ করা হইয়াছে। ১লা মার্চ হইতে প্রথম ব্যাচ ছাত্রছাত্রীদের (ডিগ্রী কোর্সের) ক্লাস শুরু হইয়াছে। কিন্তু হাসপাতাল চালু করা হয় নাই। আরও ডাক্তার নার্স ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। উক্ত কলেজ ও হাসপাতালে এখনও অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয় নাই। ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা প্রকট। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মান উন্নয়নে এই ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে অগ্রগতির প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ঢাকায় জয়কালীমন্দির রোডে ডিপ্লোমা এবং পরে ডিগ্রী কোর্সের হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ইতিপূর্বেই চালু হইয়াছে। অল্প জায়গার উপর অবস্থিত হাসপাতালটি নামে মাত্র আছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এখানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

সম্পতি উক্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ আবুল হোসেন তালুকদার। কমিটির অভিমত, বহুবিধ সমস্যার মধ্যে এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়া ব্যাহত হইতেছে। উক্ত মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডিগ্রী কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের মিরপুরে নূতন কলেজে স্থানান্তর করা জরুরী বলিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জানান।